19 MAY 2017

রাজশাহী ক্যাম্পাসে অনুমোদন ছাড়াই ভর্তি

শাহ মখদুমের অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী অনিশ্চয়তায়

■ সৌরভ হাবিব ও মুস্তাফিজ রনি, *রাজশাহী*

রাজশাহী নগরীর শাহ মখদুম মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সাকিলা দিল আফরোজ মিষ্টি। টানা দুই বছর ক্লাস করেছেন। আইটেম, কার্ড দেওয়াসহ মেডিকেলের কঠোর অধ্যয়ন করেছেন। এ সময়ে তার পরিবার প্রায় ১২ লাখ টাকাও দিয়েছে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষকে। আগামী শনিবার তার ফাস্ট প্রুফ ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার কথা। তবে গতকাল বৃহস্পতিবার কলেজে এসে হঠাৎ করেই জানতে পারেন– তাদের বর্ষের অনুমোদনই নেই। তাই পরীক্ষায় অংশ নিতেও পারবেন না।

শুধু মিষ্টি নন, তার মতো ৫৭ শিক্ষার্থীর একই অবস্থা। একত্র হয়ে তারা যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) উপাচার্যের কক্ষের সামনে এলেন, তখন যা শুনলেন, তাতে শিক্ষার্থী, অভিভাবক সবাই হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। অভিভাবক মুক্তি রানী ঘোষ সন্তানের অনিশ্চিত শিক্ষাজীবনের কথা ভেবে কাঁদতে কাঁদতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক অধ্যাপক বিধান চন্দ্র দাসের কাছে মিনতি করেন। ওই শিক্ষার্থীরা জানান, দুই বছর ধরে তারা নিয়মিত ক্লাস পরীক্ষা দিয়ে আসছেন। তাদের কাছ থেকে ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৬

শাহ মখদুমের অর্ধশতাধিক

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

সঠিক সময়ে টাকাও নিয়েছে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তাদের একবারের জন্যও বলেনি প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদন নেই। এখন হঠাৎ করে তাদের জানানো হয়েছে, পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না।

গতকাল সকালে শাহ মখদুম মেডিকেল কলেজে গিয়ে শিক্ষার্থীরা যখন জানতে পারেন পরীক্ষা দিতে পারবেন না, তখনই তারা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করেন। তারা কলেজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনিরুজ্জামান স্বাধীন ও অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে রাখেন। পরে তারা একযোগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কক্ষের সামনে গিয়ে অবস্থান নেন। সেখানে তাদের সঙ্গে কথা বলেন রাবি প্রক্টর মুজিবুল হক আজাদ খান ও জনসংযোগ প্রশাসক মশিহুর রহমান।

রাবির কলেজ পরিদর্শক অধ্যাপক বিধান চন্দ্র দাস বলেন, এর আগে প্রতিষ্ঠানটি মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন নিয়ে কলেজ চালু করে; কিন্তু মন্ত্রণালয় পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছিল– একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের পরই তারা শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে পারবে। সে নিয়ম না মেনে তারা শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। পরে যখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কলেজটি পরিদর্শনে যায়, তখন দেখতে পায়, অনুমোদনের আগেই তারা ২০১৩-১৪ সেশনে ২১ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের অনুমোদন স্থগিতের কথা চিন্তা করে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ২৫ জন শিক্ষার্থীর অনুমোদন দেওয়া হয়। পরের বছরও তারা একই ভাবে অনুমোদন ছাড়াই শিক্ষার্থী ভর্তি করে। নীতিমালা ভঙ্গ করে শিক্ষার্থী ভর্তি করায় তাদের ২৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানা দেওয়ার শর্তে ও নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করলে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত কার্যক্রম অনুমোদন করা হয়। তবে প্রতিষ্ঠানটি জরিমানার টাকা পুরোপুরি পরিশোধ করেনি। এ ছাড়া তাদের নির্ধারিত আসন সংখ্যা ছিল ২৫টি। তাই তাদের অনুমোদন নবায়ন করে নিতে বলা হয়। কিন্তু ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের অনুমোদন না নিয়েই তারা ৫৭ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করে। ২০১৬-১৭ সেশনেও অনুমোদন না নিয়েই শিক্ষার্থী ভর্তি করে।

তিনি জানান, শাহ মখদুম মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের ৫০ জনের পরীক্ষার অনুমতি প্রার্থনা করে আবেদন দিয়েছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সভা করেও কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। তাই ওই শিক্ষার্থীরা ২০ মে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন না। তবে শাহ মখদুম মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ ওই শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তির অনুমোদন নিলে পরবর্তী ছয় মাস পর তাদের পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

নওগাঁ থেকে আসা অভিভাবক আমির আলী বলেন, গত দুই বছরে কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রায় ১২ লাখ টাকা আমাদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে। অথচ এই সময়েও তারা অনুমোদন নিতে পারেনি। শিক্ষার্থী মামুন বলেন, আমরা প্রয়োজনীয় নম্বর পেয়ে ও টাকা দিয়ে ভর্তি হয়েছি। কলেজ কর্তৃপক্ষের সমস্যা থাকলে তার জন্য আমরা কেন ভুক্তভোগী হবো?

জানা যায়, ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে প্রথম কার্যক্রম শুরু করে কলেজটি। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী স্থানীয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অনুমোদন নেয়নি কলেজ কর্তৃপক্ষ। ফলে শুরুতেই প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষা কার্যক্রমে স্থগিতাদেশ দেয় রাবি কর্তৃপক্ষ। স্থগিতাদেশ দেওয়ায় ২০১৫ সালের ১৫ এপ্রিল রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও শাহ মখদুম মেডিকেল কলেজের চেয়ারম্যান ওমর 'ফারুক চৌধুরী এমপি রাবির তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহম্মদ মিজানউদ্দিনকে তার অফিসে গিয়ে লাঞ্ছিত করেছিলেন। পরে কলেজ কর্তৃপক্ষ নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা, কলেজ কার্যক্রমে অনিয়মের জন্য ২৫ লাখ টাকা জরিমানার বিনিময়ে তাদের কার্যক্রমে অনুমোদন দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত তাদের অনুমোদন দেওয়া হয়।

শাহ মখদুম মেডিকেল কলেজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনিরুজ্জামান স্বাধীন বলেন, মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করিয়েছি। কিন্তু রাবি কর্তৃপক্ষ নিজেদের ক্ষমতা জাহির করতে স্থগিতাদেশ দেয়। মেডিকেল কলেজ ৫০ শিক্ষার্থীর নিচে মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন দেওয়া হয় না; কিন্তু রাবি ক্ষমতার অপব্যবহার করে ২৫ জন করেছে। এটা আগের উপাচার্যের সঙ্গে কলেজের চেয়ারম্যান ওমর ফারুক চৌধুরীর দ্বন্দ্বের কারণে হয়েছে। তবে নতুন উপাচার্য এসব সমস্যা সমাধান করে দেবেন বলে জানিয়েছেন। আগামী নভেম্বরে যেন শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় বসতে পারে, সে চেষ্টা চালাচ্ছি।